



দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এবং যারা নানাবিধ কষ্ট ও পরীক্ষার
সম্মুখীন হন, তাদের ধৈর্যের জন্য রয়েছে পুরস্কার।

ফয়যানে উম্মে মাকতুম

অন্ধত্বের

ফযিলতের উপর ৪০টি হাদিস



প্রকৃত অন্ধ কে? ১৪

দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার উপর খৈরুখারনের প্রতিদান ১৭

পরীক্ষার উপর খৈরুখারন করে মারা যাওয়ার প্রতিদান ২১

৭৩টি মাগফিরাত এবং ৭২টি মর্যাদা কার জন্য? ৩৫

অনুবাদ ও উপস্থাপনায়:
আল-মদীনা তুল ইলমিয়া
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center





ভূমিকা

আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন অবস্থার উপর সৃষ্টি করেছেন। কেউ গরীব তো কেউ ধনী, কেউ সুস্থ তো কেউ অসুস্থ, কেউ বিনয়ী তো কেউ অহংকারী, কেউ সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তো তো কেউ পঙ্গু, মোটকথা আল্লাহ পাক তাঁর পূর্ণ হিকমত দ্বারা প্রত্যেককে তার উপযুক্ত অবস্থায় রেখেছেন। এখন বান্দা যদি আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির উপর সম্ভৃষ্ট থাকে তবে প্রতিদান পাবে। আর যদি অভিযোগ করে তবে বঞ্চিত হওয়াটা তার ভাগ্য হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا يَكْفِيُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(পারা ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮৬)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: “আল্লাহ কোনো আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ।”

এটা ভিন্ন বিষয় যে, বান্দা নিজের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতার অনুমান না করে এবং সেটা যথাযথভাবে কাজে না লাগিয়ে অধৈর্যের রাস্তায় চললে তখন ক্ষতির শিকার হয়। এই কথা স্পষ্ট, যে হতভাগা বিপদের সম্মুখীন হয় সেটার আসল কষ্ট ও পেরেশানীর ব্যাপারটি সেই জানে। আমরা তাকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সম্ভৃষ্টির উপর সম্ভৃষ্ট থাকা, ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের উপর প্রতিদান পাওয়ার আয়াত ও রেওয়ায়েত তো বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু আমরা তার আসল ব্যথার অনুমান করতে পারবো না। আল্লাহ পাকের দরবারে মুসিবত থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করা উচিত। হযরত আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, **كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا** “এটা সন্নিহিত যে, দরিদ্রতা কুফর হবে।” (কানযুল ইমান, ৫/২৬৭, হাদিস: ৬৬১২) এই হাদিসে পাক সম্পর্কে হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ বলেন, দরিদ্র লোক কখনো





আল্লাহ পাকের উপর অভিযোগ করে বসে যে, তুমি আমার উপর জুলুম করে ফকির বানিয়ে দিয়েছো। কখনো মানুষের কাছে আল্লাহ পাকের অভিযোগ করে, কখনো সম্পদ লাভের জন্য, নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে যায়। নিজের ধর্মকে বিক্রি করে দেয়, কখনো তাকদীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এগুলো সব কুফর বা কুফরির কারণ, ধনাটের ফিৎনার চেয়ে দরিদ্রতার ফিৎনা অধিক। মনে রাখবেন! দরিদ্রতায় ধৈর্য থাকলে তা আল্লাহ পাকের রহমত, এ ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে **الْفَقْرُ فَخْرٌ**। আর দরিদ্রতার সাথে অকৃতজ্ঞতা থাকলে তা আল্লাহ পাকের আযাব, সুতরাং হাদিসে কোন বৈপরিভূত নেই। ধৈর্যশীল ফকিরকে কৃতজ্ঞ ধনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজ্জীহ, ৬/৬২৩)

মুসিবতগ্রস্তদেরকে ধৈর্যধারণ ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য কিয়ামতের ময়দানে বড় বড় পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হবে। অতঃপর ফকিহ আবুল লাইছ সমরকন্দি **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** এক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন: কিয়ামতের দিন যখন আহবানকারী আহবান করবে যে, কে সে, যার কর্জ আল্লাহ পাকের কাছে? তখন মাখলুক বলবে, এমন কে, যার কর্জ আল্লাহ পাকের কাছে? ফেরেশতারা বলবে: সেই, যাকে দুনিয়ায় এমন মুসিবতে ফেলা হয়েছে যার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হয়েছিলো। চোখ থেকে অশ্রু বের হয়েছিল কিন্তু সে সাওয়াবের আশায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করেছিল। আজকে সে দাঁড়িয়ে যাক এবং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে তার প্রতিদান নিয়ে নিক। অতঃপর দুনিয়ায় বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হওয়া অনেক লোক দাঁড়িয়ে যাবে। ফেরেশতারা বলবে: দলিল ছাড়া দাবি কবুল হয় না, তোমরা তোমাদের আমলনামা আমাদেরকে দেখাও, ফেরেশতারা আমলনামা দেখবেন, তখন যার আমলনামায় আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিমূলক রাগ এবং





অশ্লীল কথা পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে: বসে যাও ! তুমি ধৈর্যশীলদের মধ্যে নও । অনুরূপভাবে যখন মহিলার আমলনামায় রাগ করা পাওয়া যাবে তখন তাকেও লোকদের মধ্যে থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ধৈর্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্যশীলা নারীদেরকে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে আরশের নিচে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করবেন: হে আমাদের প্রতিপালক ! এরা তোমার ধৈর্যশীল বান্দা । আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, এদের সবাইকে শাজরাতুল বালওয়ার (জান্নাতের একটি গাছের নাম) নিকটে নিয়ে যাও । তাঁরা তাদেরকে এমন এক গাছের দিকে নিয়ে যাবে যার গোড়া স্বর্গের এবং পাতা রূপার হবে । আর সেটার ছাঁয়া এতটাই প্রশস্ত হবে যে, একজন ঘোড়ার আরোহী সেটার নিচে ১০০ বছর চলতে থাকবে । ধৈর্যশীলগণ সেটার ছাঁয়ার নিচে বসে যাবে । আল্লাহ পাক একের পর এক নারী - পুরুষ প্রত্যেকের উপর তাজাল্লী দান করবেন এবং তাঁদেরকে এইভাবে ইরশাদ করবেন যেমনিভাবে কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সাথে কথা বলে । হে আমার ধৈর্যশীল বান্দারা ! আমি তোমাদেরকে এই কারণে পরীক্ষায় পতিত করিনি যে, তোমরা আমার কাছে অপদস্ত ছিলে বরং এই কারণেই যে, তোমাদেরকে আমার দরবারে সম্মান দেবো । আমি চেয়েছিলাম যে, দুনিয়াতে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবো এবং যেই মর্যাদাসমূহে তোমরা তোমাদের আমলের মাধ্যমে পৌঁছাতে পারতে না (মুসিবতে ফেলে) তোমাদেরকে সেই উঁচু মর্যাদা দান করবো । তোমরা আমার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করেছো এবং আমার প্রতি লজ্জা করেছো এবং সিদ্ধান্তের উপর রাগের বহিঃপ্রকাশ করেনি । সুতরাং আজ আমি তোমাদের প্রতি লজ্জা করে না তোমাদের জন্য মীযান রাখবো আর না তোমাদের আমলনামা খুলবো । আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:





إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ

أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(পারা ২৩, সূরা: যুমার, আয়াত: ১০)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে।

সুতরাং আমি তোমাদের থেকে কোনো হিসাব নেবো না। এরপর আল্লাহ পাক দরিদ্রদেরকে এভাবে ইরশাদ করবেন: হে আমার দরিদ্র বান্দারা! আমি তোমাদেরকে সম্মান কম করার জন্য দরিদ্রতায় রাখিনি আর না আমার নিকট দুনিয়ার (ধন সম্পদ) কোনো গুরুত্ব ও সম্মান রাখে আর আমি এটা লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ দুনিয়ার কোন কিছুর মালিক হয়েছে আমি তার কাছ থেকে সেটার হিসাব নেবো এবং তার থেকে জিজ্ঞাসা করবো, সেটা কোথেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে? আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতা পছন্দ করেছি যাতে তোমাদের থেকে সহজে হিসাব নেওয়া যায় এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তোমাদেরকে এক চুমুক পানি পান করিয়েছে, এক লোকমা আহার করিয়েছে, পুরোনো ছেড়া কাপড়ই পরিধান করিয়েছে তারা আজ (কিয়ামতের দিন) তোমাদের শাফায়াতে রয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক ঐ মহিলাকে যার বাচ্চা মারা গেছে এভাবে ইরশাদ করবেন: হে আমার বান্দী! আমি তোমার বাচ্চার মৃত্যু লাওহে মাহফুযে চূড়ান্ত করেছিলাম এবং যখন আমি তার রুহ কবজ করলাম তখন তোমার অন্তর হা হতাশ করেনি আর না তোমার বুক সংকীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং শোনো! আজ আমার সম্ভ্রষ্ট অর্জন করেছে, তোমাকে সুসংবাদ এবং তোমাকে তোমার সন্তানসহ এমন জীবনময় ঘরে (জান্নাতে) একত্রিত করবো যেখানে না মৃত্যু আছে আর না দুঃখ-পেরেশানী, আর তা এমন জায়গা যেখান থেকে কখনো বের হবে না।





অতঃপর আল্লাহ পাক অন্ধ, খোড়া, কুষ্ঠ রোগী এবং সব ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের মন খুশি করবেন এবং তারা তাদের প্রতিদান পেয়ে এমন আনন্দিত হবে তাদের জন্য এমন পতাকা হবে যেমন রাজা বাদশাহদের পতাকা থাকে। যে ব্যক্তি একটি মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেছে তার জন্য একটি পতাকা উড়ানো হবে আর যে ব্যক্তি দুই ধরনের বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেছে তার জন্য দুটি পতাকা আর যে ব্যক্তি তিন ধরনের মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেছে তার জন্য তিনটি পতাকা গাড়া হবে। আর যে এর চেয়ে অধিক বালা-মুসিবতের শিকার হয়েছে তার জন্য এই ধরনের পতাকা উঁচু করা হবে। ফেরেশতারা তাদেরকে উন্নত মানের সাওয়ারীর উপর আরোহন করিয়ে তাদের সামনে পতাকা উড়িয়ে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবেন, তখন লোকেরা তাদেরকে দেখে বলবে, এরা কী শহীদ ও আশ্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام? ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ পাকের শপথ! এরা না শহীদ আর না আশ্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام বরং এরা তো সাধারণ লোক যারা দুনিয়ার মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করেছিল এবং আজকের দিনে তারা মুক্তি পেয়ে গেছে।

লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করবে হয়! আমরাও যদি বালা - মুসিবতে লিপ্ত হতাম এবং আমাদের গোশত কাঁচি দ্বারা কাটা হতো যাতে আমাদের জন্যও তাদের সাথে অংশ হতো। এরপর যখন তারা ধৈর্যশীলদেরকে নিয়ে জান্নাতের কাছে পৌঁছে সেটার দরজায় করাঘাত করবে তখন (জান্নাতে নিযুক্ত ফেরেশতা) রিদওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام এসে জিজ্ঞাসা করবেন, এরা কারা? ফেরেশতারা রিদওয়ানকে বলবেন: দরজা খুলুন। হযরত রিদওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করবেন, তাদের হিসাব কোন সময়ে হয়েছে? তারা কখন নাজাত পেয়েছে? অথচ এখনো তো অল্প কিছুলোক কবর থেকে উঠেছে। আর এখনো





পর্যন্ত তো আল্লাহ পাক আমলনামাও খুলেননি আর না মীযান স্থাপন করা হয়েছে? ফেরেশতারা বলবেন: এরা ধৈর্যশীল ব্যক্তিবর্গ, তাদের কোনো হিসাব নেই, হে রিদওয়ান! তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও যাতে তারা প্রশান্তির সাথে নিজেদের মহলসমূহে বসে। তখন হযরত রিদওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবেন, তখন তারা তাদের জান্নাতী ঘরে ঢুকে যাবেন, সেবকরা কালেমা পড়তে পড়তে এবং তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করতে করতে আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগতম জানাবেন, এরপর ৫০০ বছর পর্যন্ত জান্নাতের উঁচু স্তরে থাকবেন। আর মাখলুকের হিসাব থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে দেখতে থাকবেন। সুতরাং ধৈর্যধারণকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। (কুরআতুল উয়ুন, পৃ: ৩৯৪)

সাহাবায়ে কেরাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আরজ করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! কোন জিনিস মীযানকে ভারী করবে? তিনি ইরশাদ করলেন: ধৈর্য। আর যার ধৈর্য যত বেশি হবে তার জন্য পুলসিরাত তত বেশি প্রশস্ত হবে। (কুরআতুল উয়ুন, পৃ: ৩৯৫) যাইহোক বালা - মুসিবত গ্রন্থদের ধৈর্যের উপর অনেক প্রতিদান দান করা হবে অথচ নেয়ামত প্রাপ্তদের তাদের নেয়ামতের উপর হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমানের সাথে কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক আচরণ করুক।

বর্তমান যুগে সাধারণত পঙ্গু লোকদের সাথে যেই ধরনের আচরণ করা হয় সেটা কারো কাছে গোপন নয়। পরিবারের লোকেরা পঙ্গু বাচ্চার শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে অবজ্ঞা করে, যদি সামর্থ্যবান হয় তবে সামলিয়ে নেন আর গরিব হলে তো মানুষের দয়ার সাহারা ছেড়ে স্বয়ং দুনিয়া থেকে চলে যায়। এই রীতিনীতিটা একেবারে ভুল। পঙ্গু লোকদেরও যতটুকু সম্ভব চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। দুনিয়া এত পরিমাণ উন্নতি করেছে





যে, অন্ধ এবং হাতের অক্ষম ব্যক্তিও কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। পঙ্গু লোকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান, সামর্থ্যবান লোক এবং কল্যাণ সংস্থার নাম উপস্থাপন করছি:

সরকারিভাবে পঙ্গু লোকদের সর্ব দিক দিয়ে সাহায্য এবং শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কল্যাণ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। পঙ্গু লোকদের শরয়ী বিধি-বিধান ও শরয়ী অক্ষমতা সম্বলিত লিটারেচার ব্যাপক ও সহজে হস্তগত হওয়া উচিত। পঙ্গুদের শুধুমাত্র যেন রুটি কাপড়ের অভাবী মনে করা না হয় বরং সদকায়ে জারিয়া মনে করে তাদের উপর যেন শিক্ষা এবং বিষয় ভিত্তিকভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং সেটার উপর খরচ করা হয়।

নিম্নোক্ত পুস্তিকা “تَسْلِيَةُ الْأَعْمَى عَنْ بَلِيَّةِ الْعَمَى” (চোখের আলো থেকে বঞ্চিতদের জন্য প্রশান্তির সরঞ্জাম) মহান মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিম হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর রচিত, যা তিনি প্রতিবন্ধী লোকদের একটি শ্রেণী “অন্ধ লোকদের” জন্য লিখেছেন। এই পুস্তিকায় তিনি আয়াতে মুবারাকা এবং ৪০টি হাদিসে তায়িবার আলোকে অন্ধ লোকদের ধৈর্যধারণের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। লেখক (মাওলানা খাজা ইরশাদ আলী আত্তারী মাদানী) এই পুস্তিকাটি উর্দুতে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। শীঘ্রই “অন্ধদের দ্বীনি খেদমত” এবং “অন্ধদের শরয়ী বিধি-বিধান” এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বই লেখার ইচ্ছা আছে। লেখক স্বয়ং নিজেই বাহ্যিক চোখের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত, কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তার অন্তরের চোখ আলোকিত করেছেন এবং ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানোর স্পৃহা দান করেছেন। লেখক দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠান “জামেয়াতুল মদীনা” থেকে অধ্যয়ন শেষ করেন এবং করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে এম ফিল





এর স্বলার। আমার সকল অন্ধ এবং পঙ্গু লোকদের প্রতি আবেদন যে, তারাও যেন হতাশ না হয়ে এবং দুনিয়াবাসীর সাহায্য বসে না থেকে পরিশ্রম করুন। সামনে অগ্রসর হোন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পথ অবলম্বন করে পরকালের সৌভাগ্য অর্জন করুন। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে ইসলামী বিশ্বের এমন অনেক অসাধারণ কালজয়ী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যারা বাহ্যিক দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবাসীর অন্তর ও মস্তিষ্কের চোখ খুলে দেওয়ার মতো কিতাব লিখে দিয়েছেন। আমি আমার এই পুস্তিকাটি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর সাথে সম্পৃক্ত করছি, যিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে দুইবার মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় প্রতিনিধি এবং মসজিদের ইমাম বানিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর ফয়যান এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দক্ষতা ও দৃষ্টি দান করুক।

أَمِينَ بِجَاوِ حَاتِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ





تَسْلِيَةُ الْأَعْمَى عَنْ بَلِيَّةِ الْعَمَى

(চোখের আলো থেকে বঞ্চিতদের জন্য প্রশান্তির সরঞ্জাম)

দ্বীনের হিসাব অনুসারে পরীক্ষা করা হয়

সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ পাকের জন্য, তিনি আমাদেরকে সুখ-দুঃখে সর্বাবস্থায় নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আশিয়া ও পবিত্র সত্তাদের নূরের উৎস হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপরও সালাম বর্ষিক হোক, যারা হেদায়েত ও সঠিক পথের মহান প্রদীপ। أَمَّا بَعْدُ আল্লাহ পাকের অধম বান্দা আলী বিন সুলতান আলক্বারী আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের প্রার্থনা করে লিখছেন যে, আল্লাহ পাক বালা-মুসিবতকে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের জন্য বেলায়তের ফল হিসেবে বানিয়েছেন। অতঃপর হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, সব থেকে বেশি আশিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, এরপর তারা যারা তাদের থেকে একটু কম মর্যাদার, এরপর তারা যারা তাদের থেকে কম মর্যাদার (অর্থাৎ একের পর এক ফযিলতের উপর ভিত্তি করে)। বান্দা তার দ্বীনের ভিত্তিতে বালা মুসিবতের শিকার হন। অতঃপর যদি বান্দার ঈমান ও দ্বীন মজবুদ এবং সুদৃঢ় হয় তবে এর উপর পরীক্ষা কঠিন হয়। আর যদি সে দ্বীনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয় তবে সেই হিসাব অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। আর মুমিন বান্দাকে বালা - মুসিবত ঘিরে রাখে, এমনকি এই অবস্থায় ছাড়ে যে, সে জমিনের উপর গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে চলে। (জিরমিযী, ৪/১৭৯, হাদিস: ২৪০৬) (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৩৯১, হাদিস: ১৬০৭)





ইমাম বুখারী তাঁর কিতাব তারিখে কবীরের মধ্যে কতিপয় পবিত্র বিবিগণ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন নবীগণ ও পবিত্র সত্তাগণ। (আত তারিখুল কবীর লিল বুখারী, ৮/১২, সংখ্যা: ১১৭৩৮)

হযরত আবু সাঈদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যতটা নেয়ামত পাওয়ার উপর খুশি হয়, আশ্বিয়া ও আসফিয়াগণ (পবিত্র সত্তাগণ) মুসিবত আসার ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন। (মুত্তাদরাক, ১/৯৭, হাদিস: ১২০)

বান্দা আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর সম্ভৃষ্ট থাকবে

বনী সুলাইমের এক ব্যক্তি থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ পাক যখন তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ হতে কোনোটাতে তাঁর বান্দাকে পরীক্ষায় পতিত করেন, তখন বান্দা যদি আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর সম্ভৃষ্ট থাকে তবে তাতে বরকত দেওয়া হয় এবং আল্লাহ পাক প্রশস্ততা দান করেন। আর যদি আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির উপর সম্ভৃষ্ট না থাকে তবে তাতে বরকত দেওয়া হয় না আর না তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয় যা তার জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/১৫৮, হাদিস: ৭০৮৭)

হাদিসে কুদসীতে রয়েছে: যে আমার ফয়সালার উপর সম্ভৃষ্ট হবে না এবং আমার পক্ষ থেকে আসা মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করবে না এবং আমার নেয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায় করবে না, তবে সে যেন আমি ব্যতীত অন্য কোন রব খুজে নেয়। আর এটা কখনোই হতে পারে না কারণ তিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই)।

(মু'জামু কবীর, ২২/৩২০, হাদিস: ৮০৭ শব্দ পরিবর্তন “وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِي”)





হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বান্দার জন্য একটি সুউচ্চ ঘর লিখে দেন অথচ তার আমল সেই পর্যন্ত পৌঁছার মতো নয়, অতঃপর আল্লাহ পাক বান্দাকে বালা মুসিবতে আবৃত করেন, এমনকি বান্দা (ওই বালা মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করার কারণে) ঐ ঘরের হকদার হয়ে যায়।

(মুসনদে আবি ইয়্যালা, ৫/৩৪২, হাদিস: ৬০৬৯, বিভিন্ন শব্দ দ্বারা)

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক মুমিন বান্দাকে যখনই মুসিবতে ফেলেন, তার উপর দয়া করার জন্যই ফেলেন। (মু'জামু কবীর, ২২/৩২৩, হাদিস: ৮১৩) পরীক্ষা কখনো আনন্দের মাধ্যম হয় আবার কখনো কষ্টের মাধ্যম, যেমনিভাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

(পারা: ১৭, সূরা: আশ্বিয়া, আয়াত: ৩৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি মন্দ ও ভালো দ্বারা পাথক্য করার জন্য।

অর্থাৎ আমি তাদের বালা-মুসিবত এবং দানের মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। আর বেশিরভাগ পরীক্ষা কষ্ট ও মুসিবতের কারণ হয়, যেমনিভাবে আল্লাহ পাকের এই ফরমান এই দিকে ঈঙ্গিত করছে,

وَنَبْلُوكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ

وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ঘাটতি দ্বারা। এবং সুসংবাদ শোনান ঐসব ধৈর্যধারণকারীদের।

ব্যক্তির ক্ষতির মধ্যে চোখের জ্যোতি চলে যাওয়াও অন্তর্ভুক্ত, কারণ চোখ তো সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শরীরের সকল অংশ থেকে





গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার মুসিবতে পতিত হওয়াটা সবচেয়ে বড় বিপদের মধ্যে একটি। আর এই মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করা অনেক বড় বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ পাক তার কিছু আশ্বিয়া ও আসফিয়াদেরকেও এই পরীক্ষায় ফেলেছেন, যাদের মধ্যে হযরত ইয়াকুব এবং হযরত শূয়াইব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ এবং অসংখ্য ওলামায়ে ইজাম ও মাশায়েখে কেরাম رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ও রয়েছেন। যাদের নাম উল্লেখ করলে তো কথা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আর তাঁদের নাম উল্লেখ করাটা “চোখের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের” জন্য অনেক প্রশান্তির সরঞ্জাম হবে।

অন্ধত্বের ফযিলতের উপর ৪০টি হাদিস

অনেক হাদিসে মুবারকায় চোখের গুরুত্ব এবং চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করার মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (এখানে ৪০টি হাদিস উল্লেখ করা হচ্ছে)

(১) চোখের পরিবর্তে জান্নাত

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, আমি যার চোখের আলো নিয়ে নিবো, তবে তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করবো। (শুয়াবুল ইমান, ৫/৫৩, হাদিস: ৫৭৫১)





(২) ধৈর্যধারণকারী অন্ধের জন্য জান্নাত

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার দুটি প্রিয় জিনিস অর্থাৎ চোখের মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং সে এর উপর ধৈর্যধারণ করে তবে আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করি। (বুখারী, ৬/৪, হাদিস: ৫৬৫৩। মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/২৮৯, হাদিস: ১২৪৭০, বিভিন্ন শব্দ দ্বারা)

(৩) জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সন্তুষ্ট নই

হযরত ইরবায় رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দার চোখ নিয়ে নিই, অথচ সেগুলো তার প্রয়োজন, অতঃপর যদি সে এর উপর আমার প্রসংশা করে তবে আমি তার জন্য জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সন্তুষ্ট হই না। (ইবনে হিব্বান, ৪/২৫৬, হাদিস: ২৯২০)

(৪) যাদের জন্য মীযান প্রতিষ্ঠা করা হবে না

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দার মধ্যে থেকে কোন বান্দার শরীর বা তার সন্তান বা সম্পদের উপর মুসিবত পাঠায়, তখন যদি সে উত্তম ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সেটার মোকাবেলা করে, তবে আমার লজ্জা হয় যে, তার জন্য কিয়ামতের দিন মীযান প্রতিষ্ঠা করব বা তার আমলনামা খুলবো। (নাওয়াদিরুল উসুল, ৪/২৭৭, হাদিস: ৯৬২)





(৫) প্রকৃত অন্ধ কে?

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাররাদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, অন্ধ সে নয় যার চোখের জ্যোতি চলে যায়, অন্ধ তো সে, যে অন্তরদৃষ্টি থেকে অন্ধ।

(শুয়াবুল ইমান, ২/১২৬, হাদিস: ১৩৭২। নাওয়াদিকুল উসুল, ১/৩৭১, হাদিস: ২৩৯)

এই হাদিসে পাকের সমর্থন এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমেও হয়:

فَأَنَّهُ لَا تَعَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعَى

الْقُلُوبُ أَتَى فِي الصُّدُورِ

(পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ৪৬)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: তবে

(ব্যাপার) এ যে, চক্ষুসমূহ অন্ধ হয়

না বরং ঐ সমস্ত অন্তর অন্ধ হয়,

যেগুলো বক্ষসমূহে রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا কাব্যিক আকারে বলেন, মুহাব্বতকারীর হৃদয় নূরে ইলাহী দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। অতঃপর আমার অন্তরেও নূর রয়েছে, এছাড়া তো অজ্ঞতার অন্ধকার ছেয়ে আছে, মুসিবত জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তা দেয়। যদিওবা আল্লাহ পাক আমার চোখের আলো নিয়ে নিয়েছেন তো কী হয়েছে, (এতে ধৈর্যের পরিবর্তে পাওয়া) জান্নাতুল ফেরদৌসের সামনে সকল নেয়ামত তুচ্ছ।

বিঃদ্রঃ (হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا এর দুটি কাব্যিক লাইন সিয়াকু আলামিন নুবালা এবং আল ইস্তিযাবে বর্ণিত রয়েছে, এগুলো সেটা ছাড়া। (আল ইস্তিযাব, ৩/৭০, সংখ্যা: ১৬০৬)

(৬) শিরকের পর সবচেয়ে বড় মুসিবত

হযরত বুয়ায়দাহ আসলামী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, বান্দা যে সকল বালা মুসিবতের শিকার হয়,





তন্মধ্যে হতে বড় বিপদ হলো শিরক। আর শিরকের পর বান্দা সবচেয়ে বড় যে পরীক্ষার শিকার হন, তা হলো চোখের আলো চলে যাওয়া। আর যে বান্দা চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার পরীক্ষায় পড়লো এবং সে ধৈর্যধারণ করলো তবে তার মাগফিরাত করে দেওয়া হবে।

(মুসনদে বায্হার, ১০/২৮০, হাদিস: ৪৩৮৮ সামান্য পরিবর্তন)

(৭) ঈমান হ্রাসের পর বড় মুসিবত

হযরত বুয়ায়দাহ আসলামী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, ঈমানের দৌলত চলে যাওয়ার পর বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো চোখের জ্যোতি চলে যাওয়া। আর বান্দার দৃষ্টিশক্তি চলে গেলে এবং সে এর উপর ধৈর্যধারণ করলে তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১/৪১১, সংখ্যা: ৩৫৬)

(৮) এর প্রতিদান জান্নাতই

হযরত আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যখন আমি দুনিয়াতে আমার বান্দার উভয় চোখ নিয়ে নিই তখন আমার নিকট তার জন্য জান্নাতই প্রতিদান। (তিরমিযী, ৪/১৭৯, হাদিস: ২৪০৮)

(৯) নেককার অন্ধের জন্য কিয়ামতের দিন নূর

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, হুযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, যদি নেককার বান্দার দুনিয়াতে চোখের আলো চলে যায়, তবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে নূর দান করবেন।

(মু'জামু আউসাত, ১/৩৩৬, হাদিস: ১২২০)





(১০) রহমতে ইলাহীর উপর কঠিন

হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, রহমতে ইলাহীর উপর ওই মুসলমানকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোটা কঠিন, যাকে দুনিয়াতে চোখের আলো চলে যাওয়ার পরীক্ষায় পতিত করেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০/৩১০, হাদিস: ২৭১৩১)

(১১) শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা মাগফিরাতের কারণ

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া গুনাহের মাগফিরাত, শ্রবণশক্তি চলে যাওয়া গুনাহের মাগফিরাত এবং শরীরের যে কোনো অংশ বিনাশ হয়ে যাওয়াটাও অনুরূপ মাগফিরাত। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৫০, সংখ্যা: ৫৭৪) এই হাদিসে পাকে এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তির চেয়ে উত্তম, যেমন কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই হাদিসে পাকে এই দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার একটি চোখ নষ্ট হয়েছে বা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়েছে, তবে সে অনুরূপ প্রতিদান পাবে, যে রূপ পরীক্ষায় পতিত হওয়া ব্যক্তি পাবে। আর এই ক্ষেত্রে প্রতিদান ধৈর্যের হিসাব মতে, আর মর্যাদা বৃদ্ধি কষ্টের হিসাব অনুযায়ী হবে।

(১২) ধৈর্যশীল সাওয়াব প্রত্যাশীর জন্য জান্নাত

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি মুসলমান বান্দার চোখ নিয়ে নিলে এবং সে এর উপর সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ





করতে থাকলে, আমি তার জন্য জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সন্তুষ্ট হই না। (তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদিস: ২৪০৯)

(১৩) প্রথম কষ্টের ধৈর্যের উপর প্রতিদান

হযরত আবু উমামাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! যখন আমি তোমার চোখ নিয়ে নিই, আর তুমি এর উপর ধৈর্যধারণ কর এবং প্রথম কষ্টতেই সাওয়াবের প্রত্যাশী হও তখন আমি তোমার জন্য জান্নাত থেকে কম প্রতিদানের উপর সন্তুষ্ট হই না।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/২৮৮, হাদিস: ২২২৯১)

(১৪) দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার উপর ধৈর্যধারণের প্রতিদান

হযরত আবু উমামাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! নিশ্চয় যদি আমি তোমার চোখ নিয়ে নিই আর তুমি এর উপর ধৈর্যধারণ করো এবং প্রথম কষ্টের উপরই সাওয়াবের প্রত্যাশী হও তবে আমি তোমার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম প্রতিদানের উপর সন্তুষ্ট হবো না। (মু'জামু কবীর, ৮/১৯১, হাদিস: ৭৭৮৮, বিভিন্ন শব্দে)

(১৫) গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ

হযরত আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে) বললেন, যদি তোমার চোখের দ্বারা কোনো পরীক্ষা করা হয় এবং তুমি এতে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের আশা রাখো, তবে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/৩১২, হাদিস: ১২৫৮৭)





(১৬) আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির উপর সম্ভৃষ্ট থাকার সাওয়াব

হযরত আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দার চোখ নিয়ে নিই এবং সে আমার হুকুমের উপর ধৈর্যধারণ করে এবং আমার ফয়সালার উপর সম্ভৃষ্ট থাকে, তবে আমি তার জন্য জান্নাত থেকে কোনো কম সাওয়াবের উপর সম্ভৃষ্ট হই না।

(কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/১১৩, হাদিস: ৬৫৩৬ ভিন্ন শব্দ দ্বারা)

(১৭) জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সম্ভৃষ্ট হই না

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দার উভয় চোখ নিয়ে নিই তখন আমি তার জন্য জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সম্ভৃষ্ট হই না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৪৮, সংখ্যা: ৪৪৪, হাদিস: ১৩৭৯৬)

(১৮) তোমার জন্য জান্নাত থেকে কম কিছু নয়

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন হে যায়েদ! যদি তোমার চোখ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর তুমি এর উপর ধৈর্যধারণ করো এবং সাওয়াবের প্রত্যাশী হও, তবে তোমার জন্য জান্নাত থেকে কম প্রতিদান হবে না।

(মু'জামু কবীর, ৫/১৯০, হাদিস: ৫০৫২)

(১৯) ধৈর্যধারণকারী ও সাওয়াবের প্রত্যাশী বান্দার জন্য জান্নাত

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার উভয় চোখ নিয়ে নেন আর





বান্দা তাতে ধৈর্যধারণ ও সাওয়াবের আশা রাখে, তবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (ইবনে হিব্বান, ৪/২৫৭, হাদিস: ২৯২১)

(২০) জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, যদি তোমার চোখ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, আর তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সাওয়াবের আশা রাখো, তবে আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/৯১, হাদিস: ১৯৩৬৭) আব্দ বিন হুমাইদ এবং বাগভী হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে যে রেওয়ায়েত করেছেন, সেটার শব্দাবলী এরূপ- যদি তোমার চোখে মুসিবত আসে (অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি চলে যায়) তবে তুমি আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তোমার উপর কোন গুনাহ নেই।

(মু'জামুস সাহাবা লিল বাগভী, ২/৪৭৮, সংখ্যা: ৮৬৭)

(২১) মুসিবতেও শুকরিয়া আদায় করার সাওয়াব

হযরত আবু উমামাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, যখন আমি আমার বান্দার শ্রেষ্ঠ জিনিস (চোখ) নিয়ে নিই, অথচ সেটা তার প্রয়োজন, সে তারপরেও আমার প্রশংসা করে এবং শুকরিয়া আদায় করে, তবে আমি তার জন্য জান্নাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সন্তুষ্ট হই না। (মু'জামু কবীর, ৮/১০৪, হাদিস: ৭৫০৪, বিভিন্ন শব্দ দ্বারা)

(২২) তুমি আল্লাহর সাথে গুনাহ মুক্ত পবিত্র হয়ে সাক্ষাৎ করবে

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর রোগের সেবার





জন্য গেলাম, তিনি চোখের কণ্ঠে জর্জরিত ছিলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: হে যায়েদ! যদি তোমার চোখ চলে যায় তবে কী করবে? তিনি আরজ করলেন, আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সাওয়াবের আশা রাখবো। রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন: ওই সত্তার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমার চোখের জ্যোতি চলে যায় এবং তুমি সাওয়াবের আশা রাখো তবে নিশ্চয় তুমি আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তোমার মধ্যে কোন গুনাহ থাকবে না।

(তারিখে ইবনে আসাকীর, ১৯/২৬৭, সংখ্যা: ২৩২৮, হাদিস: ৪৪৩৮ সামান্য পরিবর্তন)

(২৩) যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো!

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমার চোখের অস্থিরতার রোগ হয়ে গেলো। রাসূলে পাক ﷺ আমার রোগের সেবার জন্য তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে যায়েদ বিন আরকাম! যদি তোমার চোখের জ্যোতি চলে যায় তবে তুমি কী করবে? আমি বললাম: ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সাওয়াবের আশা রাখবো। রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি চলে যায় এবং তুমি এর উপর ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সাওয়াবের আশা রাখো, তবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে।^(১)

(তারিখে ইবনে আসাকীর, ১৯/২৬৬, সংখ্যা: ২৩২৮, হাদিস: ৪৪৩৫ সামান্য পরিবর্তন)

১. হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নবী করীম ﷺ এর ইন্তেকালের পর অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, এরপর পুনরায় আল্লাহ পাক তাঁকে চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন এবং তিনি চোখের জ্যোতি সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

(মু'জামু কবীর, ৫/২১১, হাদিস: ৫১২৬)





(২৪) আমার পরে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তিনি তার অসুস্থ থাকা অবস্থায় তার শশ্রুষ্কার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন, এই রোগের কারণে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু যখন আমার ইন্তেকালের পর তুমি হায়াত পাবে এবং অন্ধ হয়ে যাবে তখন কী করবে? তখন যায়েদ বিন আরকাম আরজ করলেন: আমি সাওয়াবের আশা রাখবো এবং ধৈর্যধারণ করবো। হযুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বললেন, তাহলে তো তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, (হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই অদৃশ্যের সংবাদ সত্য হলো এবং) হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইন্তেকালের পর অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

(তারিখে ইবনে আসাকীর, ১৯/২৬৭, সংখ্যা: ২৩২৮, হাদিস: ৪৪৩৭। মু'জামু কবীর, ৫/২১১, হাদিস: ৫১২৬)

(২৫) পরীক্ষার উপর ধৈর্যধারণ করে মারা যাওয়ার প্রতিদান

হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, আমি চোখের রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলাম, তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার শশ্রুষ্কার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন। তার পরের দিন সকালে যখন কিছুটা সুস্থতা অনুভব হলো তখন আমি বাইরে গেলাম এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তখন কী হবে যখন তোমার চোখ পরীক্ষায় পতিত হবে (অর্থাৎ তোমার দৃষ্টিশক্তি চলে যাবে?) তিনি আরজ বললেন: আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সাওয়াবের আশা রাখবো। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: যাইহোক! আল্লাহ পাকের শপথ! যদি তোমার চোখে পরীক্ষা হয়, এরপর





তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সাওয়াবের আশা রাখো এবং ওই অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি আল্লাহ পাকের সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তোমার কোন গুনাহ থাকবে না। (শুয়াবুল ইমান, ৬/৫৩৫, হাদিস: ৯১৯১ সামান্য পরিবর্তন)

(২৬) শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থেকে অবসর হওয়াটাও নিয়ামত

হযরত ইকরিমা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ একবার এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল এবং পাশাপাশি অন্ধ, কানা ও বোবাও ছিল। হযরত ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাঁর সাথীদের বললেন: তোমরা কী এর উপর কোনো আল্লাহ পাকের নিয়ামত দেখতে পাচ্ছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন: কেন নয়? তোমরা কী দেখছো না সে প্রভাব করে, এতে কোন ধরনের কষ্ট ও অসুবিধা হয় না, এটাও আল্লাহ পাকের নিয়ামত। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/৩০১, হাদিস: ৮৬৬৫০) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আসলেই শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থেকে সহজেই অবসর হতে পারাটাও আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ১৮)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: এবং যদি আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

হাদিসে পাকে রয়েছে: রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন শৌচাগার থেকে বাহিরে বের হতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي** আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে,





তিনি কষ্টদায়ক জিনিস আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং উপকার দানকারী জিনিসকে আমার মধ্যে বাকী রেখেছেন।^(১) জানা গেলো এটাও আল্লাহ পাকের দুটি বড় নেয়ামত, খুব কম লোক রয়েছে যারা এগুলোর মর্যাদা বুঝেন এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। সাধারণ মানুষ তো শুধুমাত্র এই স্বাদের ব্যাপারে জানে যে, খাবার তাদের পেটে যায়, ইহসান ও পুরস্কারের জায়গায় এই লোকেরা পশুর চেয়েও খারাপ। হাদিসে পাকে রয়েছে: আদম সন্তানের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে, তন্মধ্যে হতে কিছু স্থির আর কিছু গতিশীল, যদি কোন গতিশীল স্থির হয়ে যায় বা স্থির গতিশীল হয়ে যায় তবে বান্দার জন্য দুনিয়া কঠিন হয়ে যাবে।

(২৭) নিরাপদ ও হেদায়েত প্রাপ্ত লোক

হযরত সাখব্বারাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করলো, নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করলো, জুলুম হওয়ার পর ক্ষমা করে দিলো এবং গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে তাওবা করলো, তাহলে এসব লোকদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে এবং এরাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

(মু'জামু কবীর, ৭/১৩৮, হাদিস: ৬৬১৩)

১. হাদিসের কিতাবে নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ফরমান অনুসারে এই শব্দাবলীতে পাওয়া যায়:

إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي. وَأَمْسَكَ عَنِّي مَا يَنْفَعُنِي

(মুশান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১/১২, হাদিস: ৬)





(২৮) বড় মুসিবতের উপর বড় প্রতিদান

হযরত আবু আইয়ুব আনাসারী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, বড় মুসিবতের উপর বড় প্রতিদান। আর যখন আল্লাহ পাক কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/১২১, হাদিস: ৬৬৩৫)

(২৯) হায়! আমাদের চামড়া যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হতো

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন যখন মুসিবতগ্রস্ত লোকদের সাওয়াব দেওয়া হবে, তখন দুনিয়াতে নিরাপদে থাকা লোকেরা এই সাওয়াব দেখে আকাজক্ষা করবে হায়! দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হতো। (তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদিস: ২৪১০)

(৩০) আল্লাহর ফয়সালার উপর সম্ভ্রষ্ট থাকা ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি

হযরত আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় অধিক সাওয়াব কঠিন পরীক্ষার উপরই রয়েছে, এবং আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষায় পতিত করেন। সুতরাং যে তার ফয়সালার উপর সম্ভ্রষ্ট থাকে তার জন্য সম্ভ্রষ্টি। আর যে অসম্ভ্রষ্ট থাকে তার জন্য অসম্ভ্রষ্টি। (তিরমিযী, ৪/১৭৮, হাদিস: ২৪০৪)

(৩১) দুনিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে গুনাহের ক্ষমা

রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: দুনিয়াতে বান্দার নিকট মুসিবত আসাটা তার গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ পাকের দয়া





ও ক্ষমার শান এর চেয়ে অনেক গুণ বেশি যে, তিনি বান্দার কাছ থেকে ওই গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (কানযুল উম্মাল, ৩য় অংশ, ২/১৩৫, হাদিস: ৬৮০৩)

(৩২) মুসিবত নেয়ামতের কারণ আর প্রাচুর্য পরীক্ষার কারণ

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ওই মুমিন পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, যে মুসিবতকে নেয়ামত এবং প্রাচুর্যকে পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করবে না।

(মু'জামু কবীর, ১১/২৭, হাদিস: ১০৯৪৯)

(৩৩) অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশংসাকারীর শান

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত, বান্দা কোনো রোগ ইত্যাদিতে জর্জরিত, এবং তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো: তুমি কেমন আছো? তখন সে খুব সুন্দরভাবে তার প্রতিপালকের প্রশংসা করে, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে তার প্রশংসা করেন।

(মুসনাদুল ফিরদৌস, ৩/৬২৯, হাদিস: ৫৯৬৯)

(৩৪) অন্ধ, পঙ্গু এবং কুষ্ঠ রোগীর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়

হযরত জাবের رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام যখন সফর করতেন এবং সন্ধ্যা হয়ে যেতো তখন মরুভূমির সবজি খেতেন, বিশুদ্ধ পানি পান করতেন, মাটিকে বিছানা বানাতেন এবং বলতেন: ঈসা ইবনে মরিয়মের কোনো ঘর নেই, যার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, আর না কোনো সন্তান আছে, যার মারা যাওয়ার দুঃখ হবে, তাঁর খাবার মরুভূমির সবজি, তাঁর পানীয় বিশুদ্ধ পানি এবং বিছানা হলো মাটি।





সকাল হলে তিনি পুনরায় সফরে বের হতেন, একবার রাস্তায় একটি পাহাড়ের গুহার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন দেখলেন যে, সেখানে এক ব্যক্তি যে অন্ধ, পঙ্গু, এবং মারাত্মক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। তার মাথার উপর আসমান ছাড়া কোন ছাদ ছিল না। আর নিচে ছিল সমতল ভূমি, তার ডান পাশে বরফ তো বাম পাশে ঠান্ডা ছিল আর সে বলছিলো “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ” সে তিনবার এটা বললো। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম عَلَيْهِ السَّلَام তাকে বললেন: হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কোন জিনিসের উপর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছো, অথচ তুমি অন্ধ এবং তোমার পা নেই এবং তুমি মারাত্মক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত? ঐ লোকটি বলল: হে ঈসা! আমি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। আমার উপর ঐ মুহূর্তটি আসেনি যে, আপনাকে খোদা এবং খোদার পুত্র এবং তৃতীয় খোদা বলবো।

(৩৫) মুসিবতগ্রস্থদের চেহারা সাদা হবে

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণকারীর চেহারা ঐ দিন সাদা হবে, যেই দিন গুনাহগারদের) চেহারা কালো হবে।

(মু'জামু আউসাত, ৩/২৯০, হাদিস: ৪৬২২)

(৩৬) মুসলমানের জন্য প্রতিটি বস্তুতে প্রতিদান

হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুসলমান প্রশংসার যোগ্য এজন্য যে, যখন তার উপর মুসিবত আসে তখন সাওয়াবের আশা রাখে আর ধৈর্যধারণ করে। আর যখন তার ভালো কিছু মিলে তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও শুকরিয়া





আদায় করে। নিশ্চয় মুসলমানের জন্য প্রতিটি বস্তু এমনকি ঐ লোকমা যা সে মুখে উঠায় তাতেও প্রতিদান রয়েছে। (মুসনদে আবু দাউদ তুয়ালিসি, পৃ:২৯, হাদিস: ২১১)

(৩৭) আল্লাহ পাক যার কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক যার কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে মুসিবত দেন। (বুখারী ৪/৪, হাদিস: ৫৬৪৫) অর্থাৎ তাকে মুসিবতে পতিত করেন যাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

(৩৮) কষ্টের বদলায় গুনাহের ক্ষমা

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুমিন বান্দার শরীর যেই বস্তুর মাধ্যমে কষ্ট পায়, আল্লাহ পাক তার বদলায় তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬/২৬, হাদিস: ১৬৮৯৯)

(৩৯) মুসিবতের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

হযরত সাওবান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: বান্দার নিকট যেই মুসিবতই আসে, এ দুটির মধ্যে থেকে একটি কারণে হয়ে থাকে। হয়তো তার কোন গুনাহ হয়ে থাকে, আল্লাহ পাক সেই মুসিবতের মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া ভাগ্যে লিখে দেন। অথবা তার এমন মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যেই পর্যন্ত পৌছা তার ভাগ্যে আল্লাহ পাক ঐ মুসিবতের কারণে লিখে দেন। (মুসনাদুল ফেরদৌস, ৪/৭৪, হাদিস: ৬২২৯)





(৪০) শাজারাতুল বালওয়া

হযরত ইমাম হাসান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যেটাকে শাজারাতুল বালওয়া বলা হয়। কিয়ামতের দিন মুসিবত গ্রন্থদের আনা হবে, তাদের আমলনামা খোলা হবে আর না তাদের জন্য মীযান প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদেরকে খুব প্রতিদান দেওয়া হবে, এরপর প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ

اَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(পারা: ২৩, সূরা: যুমার, আয়াত: ১০)

কানযুল

ইমানের

অনুবাদ:

ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান
পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে।

এই চল্লিশটি হাদিস শরীফ বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ, নেয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায়, দরিদ্র ও সামর্থ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে। আর মুসিবতগ্রন্থ এবং আনুগত্যকারী এবং আশ্বিয়া ও আউলিয়াদের গুণাবলী প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সুসংবাদ তার জন্য যে হেদায়েত পেয়েছে এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলে।

একটি সন্দেহ

যদি কেউ বলে যে, এই সব সাওয়াব পরীক্ষায় পতিত হওয়া ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে, তবে রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কেন অসুস্থতা ইত্যাদি থেকে আশ্রয় চেয়েছেন, যেমন: প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোয়ার মধ্যে সেটা উল্লেখ রয়েছে, তিনি এই দোয়া করতেন। (আবু দাউদ, ৪/৪১৯, হাদিস: ৫০৯০)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ





اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَعْيِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي

হে আল্লাহ! আমার শরীর এবং আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে নিরাপদ রাখো।

হে আল্লাহ! আমাকে আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে উপকার দান করো এবং সেগুলো আমার জন্য বাকী রাখো। (জিরমিখী, ৫/৩৪৯, হাদিস: ৩৬২২)

এমনিভাবে রাসূল ﷺ এইভাবে দোয়া করতেন:

أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي سَعْيِي وَفِي بَصَرِي

হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আমার শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির মধ্যে বরকতের দোয়া করছি। (মুত্তাদিরাক, ২/২১৪, হাদিস: ১৯৭৭) এবং হযুর ﷺ দোয়া:

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَالْبُكْمِ وَالْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

(হে আল্লাহ!) আমি শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তির হরণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, (হে আল্লাহ!) আমি শ্বেত, পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং মারাত্মক রোগ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, ২/১৩২, হাদিস: ১৫৫৪ “الصمم والبكم” উল্লেখ ছাড়া) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়াটা কঠিন রোগের অন্তর্ভুক্ত।

সন্দেহের জবাব

এর জবাব হলো এটাই যে, (নিরাপত্তাটাও আল্লাহ পাকের নেয়ামত) রাসূলে আকরাম ﷺ আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন: নিশ্চয় তোমার নিরাপত্তাটা আমার জন্য অধিক প্রশস্তময়। (মুজাম্মু কবীর, ১৩/৫১, হাদিস: ১৮১) আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, নবী করীম ﷺ একটি





সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা মুসিবতে আক্রান্ত ছিলো। তিনি ইরশাদ করলেন: এই লোকেরা আল্লাহ পাকের দরবারে নিরাপত্তার দোয়া কেন করছে না? (মুসনদে বাযযার, ১৩/১৯০, হাদিস: ৬৬৪৩) এবং এই রেওয়াজাতও এসেছে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা ও নিরাপত্তার দোয়া করো, নিশ্চয় কারো ঈমানের পর নিরাপত্তার চেয়ে বড় কোন কল্যাণ দেওয়া হয়নি। (তিরমিযী, ৫/৩২৭, হাদিস: ৩৫৬৯) এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ অন্ধত্ব থেকে আশ্রয় চাননি, সম্ভবত এর কারণ হলো অনেক আশিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ও অন্ধত্বের পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

শ্রবণশক্তি দৃষ্টি শক্তির চেয়ে অধিক উত্তম হওয়ার দলিল

শ্রবণশক্তি উত্তম নাকি দৃষ্টিশক্তি এতে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, শ্রবণশক্তি উত্তম, এর দলিল হলো এটাই যে, কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় শ্রবণ করাকে দেখার উপর অগ্রগণ্য করেছেন। আর একইভাবে প্রসিদ্ধ হাদিস শরীফেও রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদিস শরীফ হলো: হযরত আবু বকর ও ওমর আমার কাছে আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মতো। (তারিখে ইবনে আসাকীর, ৪৪/৬৭, হাদিস: ৯৪৬৬) আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, এই ধারাবাহিকতাটি “লাফ ও নশর মুরাত্তাব” (নির্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী উল্লেখ) এর নিয়মে রয়েছে। সুতরাং সেই হিসেবে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ শ্রবণের স্থলাভিষুক্ত এবং হযরত ফারুক আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দেখার স্থলাভিষুক্ত হলেন। আর শ্রবণের মূল উৎস হলো বা উদ্দেশ্য হলো নকল (বর্ণনা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর) করা। আর দৃষ্টি হলো জ্ঞানের সূচনা। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম এমন যারা অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ





করেছেন, কিন্তু লেখনী ও ফতোওয়ায় তাদের স্থান অনেক উঁচুতে, তাঁদের মধ্যে থেকে সুলতানুল কুর্রা আল্লামা শাতেব্বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও একজন।

অবশ্য যে জন্মগতভাবে বধির, তার পক্ষে ঈমানিয়ত (বিশ্বাসের বিষয়সমূহ) এবং ইসলামের বিধানবলীল বিবরণ লাভ করা কল্পনাতীত (অসম্ভব)। আর এটাও বিরল যে, একজন বধির ব্যক্তি কেবল বিবেকের ভিত্তিতে তৌহিদের পরিচয় লাভ করে ফেলবে, এটা তো কেবল (আল্লাহরই) বিশেষ দয়া হতে পারে। কারণ সচরাচর যারা জন্মগতভাবে বধির হয়ে থাকে, তারা বোবা হয়ে থাকে। কারণ স্বভাবগতভাবে বলাটা আসে না বরং শোনার দ্বারা বলাটা আসে, এই কারণে শিশু তার বাবা-মা থেকে শোনা ভাষা ও শব্দ শিখে, এমনকি শিশু যদি পশুদের মাঝে লালিত-পালিত হয় তবে সে শুধু ওই পশুদের আওয়াজই শুনবে এবং সেভাবেই বলবে। এ সকল অবস্থার প্রকৃত রহস্য ও গভীরতা আল্লাহ পাকই জানেন।

দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তির চেয়ে উত্তম হওয়ার দলিল

এটাও বলা হয়েছে যে, দৃষ্টিশক্তি উত্তম, কারণ এর সম্পর্ক সত্তার স্পষ্ট হওয়ার সাথে, অথচ শ্রবণশক্তির সম্পর্ক গুনাবলী স্পষ্ট হওয়ার সাথে। এজন্য বলা হয় যে, সবচেয়ে বড় আযাব হলো আল্লাহ পাকের দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়া, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

كَذَٰلِكَ أَنْتُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

لَمَّحْجُوبُونَ

(পারা: ৩০, সূরা: মুতাফফিফীন, আয়াত: ১৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় ঐদিন তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত।





অবশ্য আল্লাহ পাকের এই বাণী সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি সকলের জন্য সমান। এছাড়া বাণী কখনো ধমক, তিরস্কার, ভীতি সম্বলিত হয়ে থাকে আর কখনো সুসংবাদ সম্বলিত (অর্থাৎ জান্নাতে আল্লাহ পাকের দীদার সবাই করবে কিন্তু কাফিররা বঞ্চিত থাকবে অথচ আল্লাহ পাক কথা বলবেন জান্নাতবাসীদের সাথেও ও জাহান্নামবাসীদের সাথেও)। আর অন্ধের ফযিলতের জন্য এটাও যথেষ্ট যা সূরা আবাসা নাযিলের পর হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ এর কাছে যখনই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আসতেন তখন তিনি বলতেন: مَرْحَبًا بِسَنِّ عَائِشَةَ وَرَبِّي فِيهِ তাঁকে সুসংবাদ, যার ব্যাপারে আমার প্রতিপালক আমার উপর মহত্ব প্রকাশ করেছেন। (তাকসীরে বাগজী, পারা: ৩০, সূরা: আবাসা, আয়াত: ২, ৪/৪১৫) রাসূলে আকরাম ﷺ তাঁকে দুবার মদীনাতুল মুনাওয়ারায় নিজের প্রতিনিধি এবং মসজিদের ইমাম নিয়োগ করেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪/৩৮৪, হাদিস: ১২৯৯৯) যদি তুমি অন্ধের ইমামতির মাকরুহ হওয়ার বিষয় নিয়ে কথা বলো তবে এর ব্যাখ্যা হলো এটাই যে, যখন অন্ধ ব্যতীত তার চেয়ে বড় অন্য কোন বড় আলিম ও ক্বারী এবং তাকওয়া পরহেযগার লোক উপস্থিত থাকবে তখন মাকরুহ হবে অন্যথায় নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৬২১)

বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কিছু বাদশাহ বাহানা বানাবে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বাদশাহীর পরীক্ষায় পতিত করেছো, এই কারণে আমি তোমার বিধি-বিধানের উপর আমল করতে পারিনি এবং ধ্বংসে পতিত হয়েছি। তখন তাকে বলা হবে তোমার বাদশাহী বড় ছিল নাকি আমার নবী সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর বাদশাহী? আর কিছু রোগী আল্লাহ পাকের বিধি-বিধানের উপর আমল করতে না পারার বাহানা নিজের রোগকে বানাবে, তখন আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর উপর আসা পরীক্ষা





দলিল হিসেবে উপস্থাপন করবেন। (তফসীরে কবীর, পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ৪৯, ৭/৪৭১) অনুরূপভাবে অন্ধ লোকের সামনে কিছু অন্ধ লোককে উপস্থাপন করবেন এবং অবশিষ্টাংশ দরিদ্রদের জন্য আল্লাহ পাকের অধিকাংশ নবী ও ওলীগণ প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত থাকবেন।

রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর অন্ধত্ব চলে যাওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি বাছুরকে তার মায়ের সামনে যবেহ করেছিলেন এবং সে চিৎকার করছিল। (তফসীরে বাগজী, পারা: ১৩, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৮৬, ২/৩৭৪) এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: কোন জিনিস আপনার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়েছে এবং আপনার কোমরকে বাকা করে দিয়েছে? তখন তিনি বললেন: আমার চোখ ইউসুফের ব্যথায় কান্না করার কারণে চলে গেছে এবং আমার কোমর তাঁর ভাইয়ের ব্যথায় বাকা হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করলেন: হে ইয়াকুব! তোমার কী আমার প্রতি অভিযোগ আছে? আমার ইজ্জতের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দরবারে দোয়া করবে না আমি তোমার পরীক্ষা দূর করবো না। তখন ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام সেই সময় এই দোয়া করলেন:

اِنَّمَا اَسْكُوْا بَيْنِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ

(পারা: ১৩, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৮৬)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: আমি তো আমার বেদনা ও দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহরই নিকট করছি।

তখন আল্লাহ পাক ওহী অবতীর্ণ করলেন: আমার ইজ্জতের শপথ! যদি এরা দুজন মৃতও হতো তবে আল্লাহ পাক আপনার জন্য জীবিত করে দিতেন। তোমার উপর আমার মহত্বের কারণ এটাই যে, তুমি মানুষের ছাগী যবেহ করেছো এবং তোমার দরজার সামনে একজন মিসকীন দাঁড়িয়েছিল, তখন তোমরা লোকেরা তাকে খাওয়াও নাই, মনে রেখো! আমার মাখলুকের





মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো নবীগণ এবং তাঁদের পর মিসকীনরা। অতঃপর খাবার রান্না করো এবং মিসকীনদের দাওয়াত দাও। এরপর হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام খাবার প্রস্তুত করালেন এবং ঘোষণা করালেন যে, যেই রোযা রেখেছে সে যেন ইফতার ইয়াকুবের পরিবারের সাথে করে। (তফসীরে সালাতী, পারা: ১৩, সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ৮৬, ৫/২৪৯) রেওয়ায়েতে রয়েছে, এরপর থেকে হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام যখনই সকালের নাস্তা করতেন তখন ঘোষণা করাতেন যে, যে নাস্তা করতে চায় সে যেন ইয়াকুবের কাছে চলে আসে আর যখন ইফতার করতেন তখন ঘোষণা করাতেন, যে কেউ ইফতার করতে চায় সে যেন ইয়াকুবের কাছে চলে আসে এবং তিনি সকাল সন্ধ্যা খাবার মিসকীনদের সাথে গ্রহণ করতেন। (তফসীরে কবীর, পারা: ১৩, সূরা: ইউসূফ, আয়াত: ৮৪, ৬/৪৯৭)

দৃষ্টিশক্তি উত্তম হওয়ার উপর আরেকটি রেওয়ায়েত

দৃষ্টিশক্তি উত্তম হওয়ার উপর আরেকটি রেওয়ায়েত এটাও প্রমাণ করে: যেটা হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সহবাস করে সে যেন স্ত্রীর লজ্জাস্থান না দেখে, এর দ্বারা নিজের বা জন্মগ্রহণ হওয়া বাচ্চা অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর না ওই সময় বেশি কথা বলবে, এর দ্বারা বোবা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, ১৬ অংশ, ৮/১৪৭, হাদিস: ৪৪৮৩৩)

অন্ধের সেবা করা সাওয়াবের কারণ

হযরত সাদ্দাদ বিন আউস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে একটি মারফু রেওয়ায়েত রয়েছে: আল্লাহ পাকের নবী হযরত শূয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام এত পরিমাণ কান্না করেছেন যে, তাঁর চোখের জ্যোতি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ পাক তাঁকে চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন। তিনি পুনরায় এতটাই কান্না করেন যে, চোখের





জ্যোতি চলে যায়, আল্লাহ পাক পুনরায় চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, তিনি এতটাই কান্না করেন যে, দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, আল্লাহ পাক পুনরায় চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন এবং ইরশাদ করেন: হে শূয়াইব! এই কান্না কী কারণে, জান্নাতের আশায় নাকি আমার ভয়ে? তিনি আরজ করলেন: হে আল্লাহ তোমার সাক্ষাতের আশায়, তখন আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী নাযিল করলেন: হে শূয়াইব! যদি এমনটি হয় তবে তোমাকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ, এই কারণেই তো আমি আমার কলিম মূসাকে তোমার কাজে লাগিয়েছি। (তারিখে বাগদাদ, ৬/৩১২, সংখ্যা: ৩৩৬২ সামান্য পরিবর্তন)

এই রেওয়ায়েতে এই দিকেও সতর্কতা রয়েছে যে, অন্ধের সেবা করা, তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা এবং তাকে ইবাদতের জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং তাকে কিবলার দিক ইত্যাদি বলে দেওয়া অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। আল্লাহ পাক বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

(পারা: ৬, সূরা: মায়েদা, আয়াত: ২)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: এবং সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো।

রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে তার আপন ভাইকে সাহায্য করে আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করেন। (মুসলিম, ১১১০ পৃ., হাদিস: ৬৮৫৩) এবং কল্যাণের পথে পথ প্রদর্শনকারী ভালো কাজ সম্পাদনকারীর মতো। (জিরমিষী, ৪/৩০৫, হাদিস: ২৬৭৯)

৭৩টি মাগফিরাত এবং ৭২টি মর্যাদা কার জন্য?

হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, যে কোনো মযলুম বা অভাবীকে সাহায্য করল আল্লাহ পাক তার জন্য ৭৩ মাগফিরাত লিখে দেন, যার মধ্যে থেকে একটি হলো তার সকল কার্যাবলী সুধরে যাওয়া, অথচ কিয়ামতের দিন





তাকে ৭২টি মর্যাদা দান করা হবে। (শুয়াবুল ইমান, ৬/১২০, হাদিস: ৭৬৭০) বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, প্রত্যেক কল্যাণ সদকা। (বুখারী, ৪/১০৫, হাদিস: ৬০২১)

হযরত বারা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূল صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুধের কোনো পশু সাময়িকভাবে (ব্যবহারের জন্য) ধার দেয় অথবা রূপা ঋণ দেয় অথবা কাউকে পথ দেখায়, সে একটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬/৪০৮, হাদিস: ১৮৫৪১)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ হতে মারফু হিসেবে বর্ণিত যে, অন্ধ বা মুসিবতগ্রস্তকে সালাম দেয়া ছেড়ে দেওয়া খিয়ানত।

(মুসনাদুল ফিরদৌস, ২/৬৯, হাদিস: ২৩৯৪)

মুসিবতগ্রস্তদের সাথে বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বন করা

মুসিবতগ্রস্ত লোক তো তারা ই, যারা শুধুমাত্র আমাদের এক কথাই বিজয়ী হয়ে যায় এবং তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বন করা সততার দলিল। অবশ্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى

فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৭২)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি এ জীবনে অন্ধ হয়, সে পরকালেও অন্ধ।

অর্থাৎ যার অন্তর এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের কুদরত, নিদর্শন, মাখলুকাতের মধ্যে তার সত্যতা এবং বিভিন্ন ধরনের মাখলুকাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের গুণাবলী দেখার ক্ষেত্রে অন্ধ, সে কিয়ামতের দিন আরো বেশি অন্ধ হবে, এবং সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হবে এবং আল্লাহ পাকের এই বাণী:





وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْنَى
(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহ, আয়াত: ১২৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে আমার স্মরণে বিমুখ হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবনযাপন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।

অর্থাৎ যে কুরআন থেকে বিমুখ হয় এবং এর উপর ঈমান আনে না, তার জীবন সংকুচিত করে দিবো অর্থাৎ তার থেকে অল্পতুষ্টির দৌলত যেতে থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে পরিতৃপ্ত হবে না এবং তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এখানে “চোখের আলো থেকে বঞ্চিত” উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অথচ হযরত মুজাহিদ رضي الله عنه “দলিল ও প্রমাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া” উদ্দেশ্য নিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস এর অভিমতের সমর্থন কুরআনে পাকের এই আয়াত থেকে হয়।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْنَى
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
(পারা: ১৬, সূরা: ত্বাহ, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেন তুমি অন্ধ অবস্থায় উঠালে? আমি তো চক্ষুস্মান ছিলাম।

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ
عُنْيًا وَأُبْكِمُهَا وَأَصْمًا
(পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের মুখের উপর ভর করে উঠাবো অন্ধ, ও বধির করে।

আরেকটি সন্দেহ

যদি এই প্রশ্ন করা হয়, আপনি কিভাবে বলছেন যে, তারা কিয়ামতের দিন অন্ধ, বোবা ও বধির হয়ে উঠবে অথচ কুরআনে পাকে রয়েছে:





وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ

(পারা: ১৫, কাহাফ, আয়াত: ৫৩)

এবং

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

(পারা: ১৮, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ১৩)

এবং

سَمِعُوا لَهُمَا تَغْيِظًا وَزَفِيرًا

(পারা: ১৮, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং
অপরাধীরা দোযখ দেখবে।

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তখন
তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে।

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তখন
তারা শুনতে পাবে সেটার ত্রুষ্ক
গর্জন ও চিৎকার।

এই সকল আয়াত দ্বারা তো তাদের বলা, দেখা এবং শোনা প্রমাণিত
হচ্ছে।

সন্দেহের জবাব

এই সন্দেহের জবাব এটাই যে, প্রথমত তো তারা এই অবস্থায় উঠবে
যা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ অন্ধ, বোবা ও বধির, এরপর আল্লাহ
পাক তাদেরকে এই জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিবেন (যাতে তারা আযাব দেখে,
শুনে আর মৃত্যু কামনা করে)।

হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন: অন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা
এমন কোনো জিনিস দেখতে পাবে না যা তাদেরকে আনন্দিত করে এবং
বোবা হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা তাদের বাঁচা ও মুক্তির ব্যাপারে
কোনো দলিল প্রমাণ বর্ণনা করতে পারবে না। আর বধির হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য
হলো, তারা এমন কোনো কথা শুনতে পাবে না যা তাদের জন্য কল্যাণকর





হয়। হযরত হাসান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: কাফিরদের বোবা বধির হওয়ার এই অবস্থা তাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে হাশরের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত হবে এবং তারা হবে কাফির।

(তাকসীরে ছালাতী, পারা: ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৯৭, ৬/১৩৬)

হযরত মুকাতিল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: কাফিরদের অন্ধ হওয়া, বোবা এবং বধির হওয়া তখনই হবে যখন তাদেরকে জাহান্নামে বলা হবে:

اٰخَسُوْا فِيْهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَ

(পারা: ১৮, সূরা: মুমিনুন, আয়াত: ১০৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: “এর মধ্যে তোমরা হীন অবস্থায় পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।”

ঐ সময় তারা সবাই অন্ধ, বোবা এবং বধির হয়ে যাবে।

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে নিরাপত্তা, ঈমানের উপর মৃত্যু এবং আনুগত্যের তাওফীকের দোয়া করছি। কারণ আখিরাতের প্রশান্তি এবং চিরকালীন প্রশান্তি পরীক্ষা ছাড়া পাওয়া যায় না, কোনো পরীক্ষার শেষ জান্নাত তো কোনো নিয়ামতের শেষ হবে জাহান্নাম। আর যতক্ষণ এই দুনিয়াতে থাকবে পরীক্ষার ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ো না। হাদিসে পাকে রয়েছে: জীবন তো সেটাই যেটা আখিরাতের জীবন, কারণ আখিরাতের জান্নাতী জীবনে স্বচ্ছল অবস্থা রয়েছে কোন পরীক্ষা নেই। (বুখারী, ২/২৯৯, হাদিস: ২৯৬১)

শুরু ও শেষ সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য এবং তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবয়ীনে এজাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ এর উপর জাহির ও বাতিন তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ধরনের শান্তি বর্ষিত হোক।





তথ্যসূত্র

কুরআন মাজীদ	আল্লাহ পাকের কালাম	*****
কিতাবের নাম	লেখক/ ওফাত	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত: ১৩৪০ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি ১৪৩২ হি:
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হোসাইন রাযি, ওফাত: ৬০৬ হি:	দারুল ইহইয়াউত তুরাখিল আরাবি, বৈরুত, ১৪২০ হি:
তাফসীরে বাগভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ ফাররা বাগভী, ওফাত: ৫১৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৯ হি:
তাফসীরে ছালাভী	আবু ইসহাক আহমদ, প্রকাশ “ইমাম ছালাভী” ওফাত: ৪২৭ হি:	দারুল ইহইয়াউত তুরাখিল আরাবি, বৈরুত ১৪২২ হি:
বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত: ২৫৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৯ হি:
মুসলিম	ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুসাইরী, ওফাত: ২৬১ হি:	দারুল কিতাবুল আরাবি, বৈরুত ১৪২৭ হি:
তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত: ২৭৯ হি:	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪১৪ হি:
আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াছ ছিজিস্তানি, ওফাত: ২৭৫ হি:	দারুল ইহইয়াউত তুরাখিল আরাবি, ১৪২১ হি:
গুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত: ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হি:
মুস্তাদরাক	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরি, ওফাত: ৪০৫ হি:	দারুল মারিফা বৈরুত, ১১৮ হি:
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা	ইমাম হাফেজ আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শায়বা, ওফাত: ২৩৫ হি:	দারুল করতবা বৈরুত, ১৪২৭ হি:
মুসনদে আবু দাউদ তুয়ালিসি	ইমাম আবু দাউদ তুয়ালিসি, ওফাত: ২০৪ হি:	দারুল মারিফা আন নিজামীয়া হায়দারাবাদ
মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত: ২৪১ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত, ১৪১৪ হি:
মুসনদে বাযযার	আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল খালেক আল বাযযার, ওফাত: ২৯২ হি:	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হেকমিল মদীনাতুল মুনাওয়ারা





কিতাবের নাম	লেখক/ ওফাত	প্রকাশনা
মুসনদে আবু ইয়া'লা	আবু ইয়া'লা আহমদ বিন আলী মাওসীলি, ওফাত: ৩০৭ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
ইবনে হিব্বান	আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান তামীমি আদ দারেমী, ওফাত: ৩৫৪ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
নাওয়াদিরুল উসুল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী আল হাকেম আত তিরমিযী, ওফাত: ২৮৫ হি:	মাকতাবাতুল ইমাম আল বুখারী আল কাহেরা মিসর
মু'জামু কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ ত্বাবরানী, ওফাত: ৩৬০ হি:	দারুল ইহয়াউত তুরাছিল আরাবি ১৪২২ হি:
মু'জামু আউসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ ত্বাবরানী, ওফাত: ৩৬০ হি:	দারুল ইহয়াউত তুরাছিল আরাবি ১৪২২ হি:
ফেরদৌসুল আখবার	শেরভিয়া বিন শাহারদার বিন শেরভিয়া আদ দায়লামী, ওফাত: ৫০৯ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৮ হি:
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তাকী বিন হুসামুদ্দিন হিন্দি, ওফাত: ৯৭৫ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত ১৪১৯ হি:
আল ইস্তিয়াব	ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার আল কুরতুবি, ওফাত: ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২২ হি:
তারিখে বাগদাদ	আবু বকর আহমদ বিন আলী খতীব বাগদাদী, ওফাত: ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২৫ হি:
তারিখে ইবনে আসাকীর	আবুল কাসেম আলী বিন আল হাসান শাফেয়ী, ওফাত: ৫৭১ হি:	দারুল ফিকির বৈরুত
আত তারীখুল কবীর	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত: ২৫৪ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২২ হি:
মু'জামুস সাহাবা	আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল আযিয বাগতী, ওফাত: ৩১৭ হি:	দারুল বয়ান কুয়েত
হিলয়াতুল আউলিয়া	হাফেজ আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইম্পাহানী শাফেয়ী, ওফাত: ৪৩০ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৯ হি:
কুররাতুল উয়ুন	ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি, ওফাত: ৩৭৩ হি:	দারুল ইহয়াউত তুরাছিল আরাবি ১৪১৬ হি:
মিরাতুল মানাজিহ	হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঙ্গী, ওফাত: ১৩৯১ হি:	জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স লাহোর
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা, ওফাত: ১৩৪০ হি:	রযা ফাউন্ডেশন লাহোর, ১৪২৭ হি:





সূচিপত্র

ভূমিকা.....	১
দ্বীনের হিসাব অনুসারে পরীক্ষা করা হয়	৯
বান্দা আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর সম্ভূত থাকবে.....	১০
অন্ধত্বের ফযিলতের উপর ৪০টি হাদিস	১২
(১) চোখের পরিবর্তে জ্ঞানাত	১২
(২) ধৈর্যধারণকারী অন্ধের জন্য জ্ঞানাত	১৩
(৩) জ্ঞানাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সম্ভূত নই	১৩
(৪) যাদের জন্য মীযান প্রতিষ্ঠা করা হবে না	১৩
(৫) প্রকৃত অন্ধ কে?.....	১৪
(৬) শিরকের পর সবচেয়ে বড় মুসিবত	১৪
(৭) ঈমান হরনের পর বড় মুসিবত	১৫
(৮) এর প্রতিদান জ্ঞানাতই.....	১৫
(৯) নেককার অন্ধের জন্য কিয়ামতের দিন নূর	১৫
(১০) রহমতে ইলাহীর উপর কঠিন.....	১৬
(১১) শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা মাগফিরাতের কারণ	১৬
(১২) ধৈর্যশীল সাওয়াব প্রত্যাশীর জন্য জ্ঞানাত.....	১৬
(১৩) প্রথম কষ্টের ধৈর্যের উপর প্রতিদান	১৭
(১৪) দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার উপর ধৈর্যধারণের প্রতিদান	১৭
(১৫) গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ.....	১৭
(১৬) আল্লাহ পাকের সম্ভূতির উপর সম্ভূত থাকার সাওয়াব.....	১৮
(১৭) জ্ঞানাত থেকে কম সাওয়াবের উপর সম্ভূত হই না.....	১৮
(১৮) তোমার জন্য জ্ঞানাত থেকে কম কিছু নয়.....	১৮
(১৯) ধৈর্যধারণকারী ও সাওয়াবের প্রত্যাশী বান্দার জন্য জ্ঞানাত	১৮
(২০) জ্ঞানাত ওয়াজিব হয়ে যাবে.....	১৯
(২১) মুসিবতেও শুকরিয়া আদায় করার সাওয়াব.....	১৯
(২২) তুমি আল্লাহর সাথে গুনাহ মুক্ত পবিত্র হয়ে সাক্ষাৎ করবে.....	১৯
(২৩) যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো!.....	২০
(২৪) আমার পরে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে	২১





(২৫) পরীক্ষার উপর ধৈর্যধারণ করে মারা যাওয়ার প্রতিদান	২১
(২৬) শারীরিক প্রয়োজনীয়তা থেকে অবসর হওয়াটাও নিয়ামত	২২
(২৭) নিরাপদ ও হেদায়েত প্রাপ্ত লোক	২৩
(২৮) বড় মুসিবতের উপর বড় প্রতিদান	২৪
(২৯) হায়! আমাদের চামড়া যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হতো	২৪
(৩০) আল্লাহর ফয়সালার উপর সম্ভ্রষ্ট থাকা ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি	২৪
(৩১) দুনিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে গুনাহের ক্ষমা	২৪
(৩২) মুসিবত নেয়ামতের কারণ আর প্রাচুর্য পরীক্ষার কারণ	২৫
(৩৩) অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশংসাকারীর শান	২৫
(৩৪) অন্ধ, পঙ্গু এবং কুষ্ঠ রোগীর আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়	২৫
(৩৫) মুসিবতগ্রস্থদের চেহারা সাদা হবে	২৬
(৩৬) মুসলমানের জন্য প্রতিটি বস্তুতে প্রতিদান	২৬
(৩৭) আল্লাহ পাক যার কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন	২৭
(৩৮) কষ্টের বদলায় গুনাহের ক্ষমা	২৭
(৩৯) মুসিবতের কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি	২৭
(৪০) শাজারাতুল বালওয়া	২৮
একটি সন্দেহ	২৮
সন্দেহের জবাব	২৯
শ্রবণশক্তি দৃষ্টি শক্তির চেয়ে অধিক উত্তম হওয়ার দলিল	৩০
দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তির চেয়ে উত্তম হওয়ার দলিল	৩১
দৃষ্টিশক্তি উত্তম হওয়ার উপর আরেকটি রেওয়ায়েত	৩৪
অন্ধের সেবা করা সাওয়াবের কারণ	৩৪
৭৩টি মাগফিরাত এবং ৭২টি মর্যাদা কার জন্য?	৩৫
মুসিবতগ্রস্থদের সাথে বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বন করা	৩৬
আরেকটি সন্দেহ	৩৭
সন্দেহের জবাব	৩৮



الْعَبْدُ يَوْمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْمَلَكُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه আল্লামা আলী ক্বারী বলেন:

আখিরাতের শান্তি ও চিরস্থায়ী
প্রশান্তি পরীক্ষার মাধ্যমে লাভ হয়।
কোনো পরীক্ষার পরিসমাপ্তি জান্নাত,
কোনো পরীক্ষার পরিসমাপ্তি জাহান্নাম।
যতদিন এই দুনিয়াতে আছো পরীক্ষা
আসার কারণে বিঘ্নিত হয়ো না।

(মাজমু' রাসাঈলুল মুল্লা আলী ক্বারী, ১/৪২৪)



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৪৭৮১০২৬

E-mail: bangladesh@maktabatulmadinah.com, Web: www.dawateislami.net